দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

186

ঢাকা ভার্সিটির হলগুলো আজ খুলছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

একটানা ৬৮ দিন অনির্ধারিত বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো আজ মঙ্গলবার খুলছে। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র দেখে হলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে।

এদিকে হল খোলার আগে

৫-এর পৃঃ দঃ

ভার্সিটি হলগুলো আজ খুলছে

(১ম পৃঃ পর)

গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের এক সভায় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে শান্তি শৃংখলা রক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলার ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, দু'টি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ এবং দু'জন ছাত্র ও একজন রিকশা-চালক নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ১৩ই জুলাই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিশে সকল আবাসিক ছাত্রছাত্রীকে হল ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

হলসমূহ আজ খুললেও বিশ্ব বিদ্যালয় খুলবে ২৭শে সেপ্টেম্বর। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে রয়েছে: বৈধ কাগজপত্র ছাড়া কাউকে হলে প্রবেশ বা অবস্থান করতে দেয়া হবে না, আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত রোলকল এবং আইডেনটিটি কার্ড চেক করা হবে। অননুমোদিতভাবে কেউ হলের কোন কক্ষে অবস্থান করলে কর্তৃপক্ষ সে কক্ষে তালা লাগিয়ে দেবেন। শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়ার পর পরই হলের সীট ত্যাগ না করলে তাদের কক্ষেও তালা দেয়া হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলও স্থগিত রাখা হবে। এসব পদক্ষেপ কার্যকরী করার জন্যে প্রয়োজনে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ বা পুলিশের সহযোগিতা নেয়ারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ বন্ধ থাকা অবস্থায় আবাসিক হলগুলোর সন্দেহজনক স্থানে তল্লাশী চালিয়েছে।

গত দু'দিন ধরে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের সামনে কড়া পুলিশ প্রহরা রয়েছে।

গতকাল শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভায় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মন্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও পরিষদ সদস্যদের অবহিত করেন। সভায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর কে এম সাদউদ্দিন, ছাত্রনেতা মুশতাক হোসেন, আসাদুজ্জামান রিপন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। মুশতাক হোসেন তার বক্তৃতায় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে কর্তৃপক্ষ গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানান। আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট। কেননা তদন্ত কমিটি তার কাছে নিরপেক্ষতার পরিচয় দেয়নি। একজন বক্তা হল গেটে পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেন। এ সভা চলাকালে নীরুকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবী জানিয়ে একটি মিছিল প্রশাসনিক ভবন প্রদক্ষিণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিকট এক কপি ছবিসহ উপস্থিত হয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে বলেছেন। পরীক্ষার হলে যাতে শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীরাই প্রবেশ করতে পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।